# আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও



জাহানারা বেগম

# আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও

জাহানারা বেগম

আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও

জাহানারা বেগম

হিন্দুত্ববুক্স

https://hindutvabooks.com

https://facebook.com/hindupustakkendra

https://twitter.com/hindutvabooks

mailto:hindutvabooks@gmail.com

বইটি স্ক্যান করেছেন শ্রী অভিজিৎ মাহাতো। বইটি প্রকাশে প্রুফ সংশোধনের যাবতীয় আর্থিক ব্যয়ভার বহন করেছেন শ্রী দেবদত্ত মাজী (সভাপতি, সিংহবাহিনী), শ্রী দেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী শ্রীতমা দেবনাথ, শ্রীমতী মনামী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রাজা দেবনাথ এবং আরও একজন, তিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

# আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও

হ্যাঁ আল্লা তুমি আমাদের কাঁদতে দাও। বোরখার আড়ালে লোকচক্ষুর অন্তরালে আমাদের প্রাণভরে কাঁদতে দাও। তোমার দীনদুনিয়ার কোটি কোটি মুসলিম মেয়ের এই একটিমাত্র অধিকার তুমি আমাদের দিয়েছো। জগতে কত পরিবর্তন হচ্ছে, কত বিপ্লব হচ্ছে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বিশ্বজগতের সকল পুরানো ধ্যানধারণায় কত ভাঙচুর ঘটিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমরা মুসলমান মেয়েরা সেই অনড় অচলায়তন সংস্কারের নিগড়ে বাঁধা। আমাদের মুক্তি দিতে কেউ এগিয়ে এলো না, অদ্ভুত আমাদের সমাজ। এ সমাজে রাজা রামমোহন কিম্বা বিবেকানন্দ জন্মায় না। নিদেন আমাদের চোখের জলের হিসাব নিতে একটা শরৎচন্দ্রও তৈরি হয় না। বদরুদ্দিন তায়েবজী, হামিদ দলওয়াই প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিরা গোহত্যা বন্ধের পক্ষে প্রবন্ধ লিখেছেন, গরুর প্রতি তাঁদের সমবেদনা আছে, তাদের নিয়ে আন্দোলন করতে পারেন কিন্তু আমাদের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে কখনো কিছু লেখার চেষ্টা করেননি। আবদুল জব্বার হিজড়েদের সুখদুঃখ নিয়ে মোটা বই লিখতে পারেন, কিন্তু আমাদের নিয়ে পারেন না। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তো বলেই ফেললেন, হিন্দুরা তাদের সমাজের দোষক্রটি নিয়ে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারে, আমরা আমাদের সমাজ নিয়ে লিখতে ভয় পাই। মুসলিম বিবাহ আইন নিয়ে কিছু কিছু লিখতে শুরু করেছিলেন—নার্গিস সাত্তার। আমরা আশার আলো দেখেছিলাম। তারপর নীরন্ধ্র অন্ধকার। নার্গিস সাত্তার একজন মার্কসবাদীকে বিবাহ করে আমাদের সুখদুঃখ সব ভুলে গেলেন। লাহোরে শতাধিক মহিলা অ্যাডভোকেট মুসলিম নারীর স্বাধীনতার দাবীতে মিছিল করেছিলেন কিছুদিন আগে। বীর পুলিশেরা লাঠিচার্জ করে সে মিছিল ভেঙে দিয়েছে। পার্লামেন্টে মুসলিম মেয়েদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে বক্তব্য রেখেছিলেন এ.ডি.এম.কে-র জনৈকা মুসলিম সংসদ সদস্যা, মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে দেশের সব দলের প্রগতিশীল সদস্যরা চুপ করে রইলেন। এ দেশে রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা একটা অদ্ভুত জীব আল্লা। বাদশাদের তৈরি খোজাদেরও অধম। খোজারা যেমন যৌবনবতী অসংখ্য সুন্দরী নারীদের মধ্যে থাকতো। বুকের মধ্যে কিলবিল করতো ঝাঁক ঝাঁক কামনা বাসনা। কিন্তু অসহায়, কিছু করার মুরোদ ছিল না। আজকের রাজনৈতিক নেতারাও ঠিক ঐরকম। ভালো, ভালো সুন্দর, সুন্দর মহৎ শব্দের মধ্যে তারা থাকে। স্বাধীনতা-সাম্য- ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সমানাধিকার কী সুন্দর শব্দবাজী। কিন্তু একটা শব্দও জীবনে, সমাজে প্রয়োগের সামর্থ্য নেই। মুসলিম লীগের সঙ্গে মাখামাখি করে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল। যারা এক দেশে এক আইন করে ভারতের মুসলমান মেয়েদের মুক্তি দিতে চায়, তাদেরই এরা বলে সাম্প্রদায়িক। তাই মুসলিম মেয়েদের গোপন কান্না অব্যাহত থাকে, যুগ থেকে যুগান্তে। তাদের চোখের জলেই বোধহয় দুনিয়ার তিনভাগ পানি। বীভৎস, অমানুষিক যুক্তিহীন এক জীবন। আশী বছরের বৃদ্ধ শেখ বাড়িতে পাঁচশো বিবি রেখে আরব থেকে ভারতে আসছে ১০ বছরের মেয়ে আমিনাকে বিয়ে করতে, এ সংবাদ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন কাগজে। কোন রাজনৈতিক নেতাকে এর প্রতিবাদ করতে দেখি না। কোন মহাপ্রাণ মৌলবীকে দেখি না, এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে। বরং তাদেরই উপস্থিতিতে, পৌরোহিত্যে এই পাশবিক শুভকাজ সম্পন্ন হয়। চার পাঁচটা সতীন নিয়ে কী দুর্বিষহ জীবন আমাদের। অসংখ্য সন্তান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা আমাদের সমাজটাকে জর্জরিত করে রেখে দিয়েছে। ছাগল, গরু, মুরগীর মত জীবন। বিবিতে বিবিতে প্রায়ই চুলোচুলি, মিঞাসাহেব উপস্থিত থাকলে কথাই নেই, দুটোকেই গরু পেটানো করে তৃতীয় এক বিবিকে নিয়ে দরজা দিলেন। আমাদের কিছু বলার নেই। তুমিই কোরানে বলেছো স্ত্রীদের মাঝে মাঝেই প্রহার করিবে। আমাদের তাই করে। শুধু কি তাই! প্রতিবছর আমাদের সন্তান প্রসব করেও শরীর মজবুত রাখতেই হবে।

শারীরিক দিক থেকে একটু ঘাটতি হলেই মুসলিম বধূ উৎকণ্ঠায় ভোগে, ভোগে অনিশ্চয়তায়। তালাকের খড়্গ কখন নেমে আসবে মাথার ওপর। পান থেকে চুন খসে গেলেও এটা হতে পারে। মিঞাসাহেবের মর্জি। শুধু তালাক বলা, কী নির্মম আর বিচিত্র আইন। রেগে গিয়ে তালাক দেওয়া

চলবে। মত্ত অবস্থায় তালাক দেওয়া চলবে। এমনকি দূর দেশ থেকে চিঠিতেও দেওয়া চলবে। চিঠিতে লিখে কিম্বা মুখে তিনবার তালাক উচ্চারণ করলেই দশবিশ বছরের বিবাহিত মুসলিম বধূর পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে। পরিণতি! চাল পাচারকারিণী অথবা পতিতালয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি। স্নেহ বঞ্চিত, সুস্থতা বঞ্চিত, নিরাপত্তা বঞ্চিত সন্তানগুলো উপেক্ষা, অবহেলায় মারা যায়। মারা না গেলে ভিক্ষুক, অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অন্য সমাজেও যে এসব একটু আধটু নেই তা নয়, তবে ধর্মের নামে সেখানে কিছু হয় না। মৌলবী সাহেবরা এসে মিঞাদের উপদেশ দেয়—পয়দা করে ফয়দা ওঠাও, সংখ্যা দিয়ে দখল কর দেশ। তার ধকল সইতে হয় আমাদের। বিবাহিত মুসলমান বধূকে তাই কোনদিন শূন্য দেখা যায় না। কোলে কিম্বা গর্ভে আছেই একটি শিশু। শ্রীহীনা, স্বাস্থ্যহীনা হয়ে এক অদ্ভুত জীবন বহন করে চলতে হয় আমাদের মৃত্যু না আসা পর্যন্ত। পাশাপাশি হিন্দুনারীদের জীবনও আমরা দেখি কী নিরাপদ, পবিত্রতা, শুচিতা, আস্থা দিয়ে ঘেরা পারিবারিক জীবন। হিন্দু বধূ দরিদ্রা কিম্বা ভিখারিণী হলেও তার মুখে থাকে একটা স্থায়ী সুখের তৃপ্তির ছাপ। কারণ বধূটি জানে তাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক চিরজীবনের। কয়েকটি শব্দ উচ্চারণে সে সম্বন্ধ ভেঙে পড়ার নয়। তাই তাদের জীবনে সতীত্ব, পবিত্রতা, নিরাপত্তা অটুট থাকে। আর আমাদের জীবন! হাসালে আল্লা। আমাদের জীবনে পবিত্রতা, সতীত্বের অবকাশ কোথায়? তালাক দেবার পর যদি অনুশোচনা হয় মিঞাসাহেবের স্ত্রীকে ঘরে নেবার উপায় কিছুই নেই। ইসলামের শরিয়তি পাঞ্জা নিয়ে পথরোধ করবে মৌলবীরা। মেয়েটিকে বিয়ে দেবে অন্য একজনের সঙ্গে। তাও সেটা আমাদের মর্জিমত হবে না। শরিয়ত আমাদের জন্য ফরমান জারী করে রেখেছে। ইদ্দত পালনের নামে তিনমাস দশদিন আমাদের হা-পিত্যেশ নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। যে মিঞা আমাকে তালাক দিল তারজন্য কোনরকম শরিয়তি বাধা নেই। সে ইচ্ছে করলে তক্ষুণি কিম্বা তার পরদিন বিয়ে করতে পারবে।

আর যে কথা বলছিলাম, আমাদের পুরনো মিঞা ভুলে তালাক দিলে কিম্বা দিয়ে অনুশোচনা হলেও আর তার পুরনো বিবিকে ফেরত পাবে না। অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতেই হবে। শুধু বিয়ে করলেই হবে না। হামবিস্তার হতে হবে। এক শয্যায় শুতে হবে। একদিনের জন্য হলেও তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তারপর যদি সেই নতুন মিঞা আমাকে মেহেরবানী করে, তালাক দেয় তবেই আমি আবার পবিত্র হয়ে যাব, কুমারী হয়ে যাব। তখন আমাকে আবার প্রথম স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। মেয়েটি যদি ভাল হয়, তাহলে অনেকেই তালাক দেব বলে দিতে চায় না, আর ঐ নিয়ে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়। এই আমাদের জীবন আল্লা। কাকে বলবো বলো? বিদ্রোহ করলে শাস্তি, অভিযোগ জানালে মোনাফেক্ ! সব ধর্মে কৌমার্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, পবিত্রতার গুরুত্ব আছে। আমাদের নেই। আমরা যদি অবিবাহিত থাকি, সমাজ আমাদের ঘৃণা করবে, মুখদর্শন করবে না। কোনদিকে আমাদের জন্য একটু আলো নেই। শুধু চাপ চাপ অন্ধকার।

তাই কান্নাই আমাদের শেষ সম্বল। বহু শিক্ষিত মুসলমান আছে, তারা এগুলো সব জানে! তাদের কারো মজা লোটার লোভ, তাই প্রতিবাদ করে না। অথচ এই সামান্য মজা লোটার বিনিময়ে তাদের কী মূল্য দিতে হয় এরা দেখেও না দেখার ভান করে। তার মেয়ে কিম্বা বোনকে নিয়ে তো একই খেলা খেলে থাকে অন্য মিঞা। মুসলমান বাপদাদারা আমাদের বিয়ে দিয়েও সবসময় থাকে দুশ্চিন্তায়। খুবই শিক্ষিত যাঁরা তাঁরা হিন্দুসমাজের ওপর মহলে ঘোরাফেরা করেন, খবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না আমাদের। হয়তো আমাদের দিকে তাকিয়েই কাজী আব্দুল ওদুদ একবার বলে ফেলেছিলেন চোদ্দশো বছরে ইসলাম মানবসভ্যতার অন্ধকারে একটা মোমবাতির আলো জ্বালাতে পারেনি। আর আবু সয়ীদ আয়ুব সারাজীবন রবীন্দ্রচর্চা করে গেলেন। আমাদের মানে মুসলিম মেয়েদের ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা নিয়ে একটু খোঁজখবর করার তাঁর সময় হল না, তিনি এসব ক্ষুদ্র (!) বিষয় এড়িয়ে গিয়ে গৌরী দত্তকে বিয়ে করে একটা স্বাধীন সুস্থ হিন্দুজীবনের মতো নিজের জীবন কাটিয়ে গেলেন। গৌরী দত্ত সংবাদপত্রে কত কী নিয়ে লেখেন, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা মুসলমান পুরুষের মতই নির্বাক। মহম্মদ

আলি করিম চাগলাও তাই। উপ-রাষ্ট্রপতি হিদায়েতুল্লা, সিকন্দার বখৎ, ডা. জিলানী, সৈয়দ মুজতবা আলি, আরিফ মহম্মদ খান মানুষ হিসাবে যাঁরাই আমাদের সমাজে বড় হয়েছেন, তাঁরাই এই সমাজের সুখ-দুঃখ, সমস্যা, যন্ত্রণাকে এড়িয়ে মুক্ত হিন্দুসমাজের কাছাকাছি চলে গেছেন। তাই আমরা পড়েই রইলাম মোল্লা, মৌলবী শাসিত অন্ধকার কারাগারে একবুক কান্না আর অসংখ্য দুঃখ নিয়ে। কোন সাহিত্যকার, সাংবাদিক আমাদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে একটা গল্প কিম্বা প্রতিবেদন লিখলেন না। আবুল বাশার সাহস করে লিখলেন ফুলবউ উপন্যাস। একেবারে সঠিক মুসলিম সমাজের চিত্র। উপন্যাসের শুরুটা সাহসের সঙ্গে করলেও শেষটা করতে পারলেন না, একটা প্রতীকী পরিণতি টেনে দিলেন। তাই মনে হয় তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। ভারত সরকার আমাদের ভোটাধিকার দিয়ে সরকার নির্বাচনের অধিকার দিলেন, কিন্তু মুসলিম পার্সোন্যাল ল দিয়ে আমাদের মিঞাদের বহুবিবাহের ব্যবস্থা পাকা করে দিলেন। খুশিমতো তালাকের জন্য কোন নিরাপত্তা দিলেন না। যখন যে নারীকে মিঞাদের মনে হবে ভোগের পাত্রীরূপে অনুপযুক্তা তক্ষুণি তাকে তালাক দিয়ে নিয়ে আসবে কোন যৌবনবতীকে বিবিরূপে। এই পশুজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেশের যুবকেরা এগিয়ে এলো না। দেশের বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিকেরা জগতের সব বিষয় নিয়ে লেখেন, কিন্তু আশ্চর্য! আমাদের দিকে তাকাবার সময় নেই। মার্কসবাদীদের ওপর ভরসা ছিল, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তানের মুসলিম মেয়েরা সোভিয়েট শাসনে মুক্তি পেয়েছে। আরব থেকে এসে তাদের কেউ নিয়ে যেতে পারে না। অসংখ্য বিবিদের চুলোচুলি আর সন্তানধারণে তাদের জীবন কাটে না। এখন তো সেখানেও সব শেষ। এখানকার সমাজে মার্কসবাদীরাও মোল্লাদের নিয়ন্ত্রণে। মনসুর হবিবুল্লার মতো মার্কসবাদী মোল্লা শাসিত মুসলমান মিঞাদের সন্তুষ্ট করার জন্য মক্কায় গিয়ে হজ করে হাজী হয়ে এলেন। অথচ ওনার ব্যক্তিগত জীবনের ধারেকাছে ধর্মকর্ম নেই। ওঁর জীবন একজন যুক্তিবাদী হিন্দুর মত। শুধু মুসলিম ভোটের জন্য উনি লোক দেখাননা হজ পর্যন্ত করে এলেন। তাই বলছিলাম আল্লা তুমি আমাদের জন্য কোথাও একটু শান্তির, আনন্দের সুযোগ রাখনি, আমাদের ওপর তোমার চিরদিনের উদাসীনতা উপেক্ষা। মধ্যযুগে নবাব বাদশারা হাজার হাজার মেয়েকে বেগম বাঁদী করে রেখে দিত হারেমে। অবিরল চোখের জলে কাটতো আমাদের দিনরাত, কারো কারো কাটতো চক্রান্ত, ব্যভিচার কিম্বা বিকৃতিতে। পুরুষ বাদশার ভোগের লালসায় আমরা ছিলাম আহুতি। নবাবে-নবাবে, ভায়ে-ভায়ে, পিতাপুত্রে লড়াই হয়েছে শুধু আমাদের কেন্দ্র করে। আনারকলিকে নিয়ে বাবা আকবর আর ছেলে জাহাঙ্গীর অর্থাৎ সেলিমের কদর্য্য লড়াই সর্বজনবিদিত। আবার দ্যাখো এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণটি গেল কার! আনারকলির। নির্মমভাবে ইট গেঁথে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হল তার। তারপর কেটে গেছে কতকাল, গঙ্গা-যমুনা দিয়ে গড়িয়ে গেছে কত জল। শিক্ষা-দীক্ষা-বিজ্ঞান মানুষকে আলোক প্রাপ্ত করে তাকে যুক্তিবাদী মানবতাবাদী করেছে। সভ্যতার রথ ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হয়েছে অনেক পথ। বিভিন্ন দেশে সমাজে এসেছে কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমূল পরিবর্তন। হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রথার মত বীভৎস ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কৌলিন্য প্রথার নামে আইবুড়ো নাম ঘোচানোর জন্য অসংখ্য হিন্দু কিশোরী বিয়ে করতে বাধ্য হতো মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে এইসব অমানুষিক প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমাদের সমাজেও অনেক রূপান্তর ঘটেছে, তবে তা সবটাই পুরুষের অনুকূলে। বসোরার কাছে একটা গ্রাম অছে, যে গ্রাম বিখ্যাত ছিল মুসলমান বাদশাহের হারেম পাহারা দেবার জন্য খোজা সরবরাহ করতো বলে। শ্রীপান্থ—লন্ডনের লাইব্রেরিতে বসে তথ্য সংগ্রহ করে লিখেছেন, অবৈজ্ঞানিক গ্রাম্য পদ্ধতিতে বালক কিশোরদের খোজা করতে গিয়ে শতকরা ষাটজনই মারা যেত, এই নৃশংসতা বন্ধ হয়েছে। ইদি আমিনের মত বহু মুসলমানেরই আজও অসংখ্য স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু তাদের পাহারা দেবার জন্য খোজারা নেই, কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। আমাদের সমাজের পুরুষগুলো বেশীরভাগই আমাদের চোখের জল সম্পর্কে উদাসীন। শুধু সম্পত্তির অধিকার দিয়ে তারা মনে করে আমরা সব পেয়ে গেলাম। যাদের জীবন অনিশ্চিত, একাধিকবার তালাক নিকেয় পরিবর্তিত হতে চলেছে, তাদের সম্পত্তি আইন আর কতটুকু নিরাপত্তা দেবে। বরং মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের কারণে মুসলিম মেয়েদের বিশেষ করে

বিবাহিতা বধূদের লাঞ্ছনা আরও বেড়েছে। তালাক পাওয়া স্ত্রী যদি দেনমোহর কিম্বা খোরপোষের মামলা করে, মামলা চলবে শম্বুক গতিতে। ইতিমধ্যে পাত্র আর একটা বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাতে আইনগত কোন বাধা নেই। যে কোন মুহূর্তে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যেতে পারে। দেশের প্রচলিত আইন আদালতের অনুমতির প্রয়োজন নেই। আইন খোরপোষের ব্যবস্থা করলে মোল্লারা তার বিরোধিতা করে। শাহবানুর ক্ষেত্রে তো তাই হল। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ এক মহিলাকে তালাক দিয়ে তারই এক যৌবনবতী বোনকে বিবাহ করলো। ইসলামের কী বিচিত্র ব্যবস্থা। চারটে বিয়ে করা যাবে, একই মায়ের গর্ভজাত দুটি মেয়েকেও বিবাহ করা যাবে, শুধু একজনকে বিয়ে করলে অন্য বোনটিকে তালাক দিতে হবে। শাহবানুর ক্ষেত্রে তাই হল। শাহবানু কিছু বলল না। শুধু দেখলো আমি পলিত কেশ, লোলচর্ম একজন বৃদ্ধা। যুবতী ছাড়া কোন বিধবাকে মিঞারা নিকে করে না। তাই শাহবানু স্বামীর কাছে আবেদন জানালো, যতদিন কবরে না যাই দুটো খাওয়াপরার বন্দোবস্ত করো। স্বামী অ্যাডভোকেট বিত্তশালী উচ্চশিক্ষিত। শরিয়তি আইন দেখিয়ে বলল, অসম্ভব। তখন নিরুপায় হয়ে খোরপোষের দাবী জানিয়ে শাহবানু মামলা করলো সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি ওয়াই. বি. চন্দ্রচূড় রায় দিলেন খোরপোষ দিতে হবে। সারাদেশের মোল্লা মৌলবীরা রাস্তায় রাস্তায় নামাজ পড়া শুরু করে দিল। চিৎকারে তোমার আরশ কাঁপিয়ে দিয়ে বলল, ইসলাম বিপন্ন। শরিয়ত বিপন্ন! আমাদের ধর্ম বিপন্ন! এ তুমি কী ধর্ম সৃষ্টি করলে আল্লা! ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধা মহিলা, যে আটান্ন বছর ধরে স্বামীর সেবা করেছে, তার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে, তার রোগশয্যায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। তোমার ধর্ম তাকে তালাক দিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারে। তার মুখে দুটো ভাত কোমরে একটা কাপড় দিতে গেলে ধর্ম বিপন্ন হয়। এতবড় অন্যায়টা কিন্তু মেনে নিল এদেশের সরকার। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের প্রতি সুবিচার করলো। করুণা করলো সর্বোচ্চ আদালত। আদালতকে পদদলিত করে এদেশের সরকার সংবিধান সংশোধন করলো। শুধুমাত্র ভোগসর্বস্ব সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য, ভোটের জন্য আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হল। ওপরে তুমি আর নীচে এদেশের রাজনৈতিকদলসমূহ। আমাদের যন্ত্রণার কথা ভাবার সময় কারো নেই। মুসলমান মেয়েদের জন্য এ তোমার কী বেইনসাফী! অবিচার! এই বেআইনী আইনের সুযোগে জেলায় জেলায় কত মুসলিম মেয়ে যে শুধু কান্না সম্বল করে বেঁচে রয়েছে, তার বিবরণ দিয়েছেন আবদুর রউফ যুগান্তর পত্রিকায়—কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ঐ সমর্থনে এবং বিরুদ্ধে দু'একটি চিঠি ব্যস্। অথচ আমাদের মিঞাদের সেন্টিমেন্ট আছে প্রচণ্ড। আসলে নিজেদের প্রভুত্ব, স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে বলেই এই সেন্টিমেন্ট। উত্তর ভারতের খ্যাতনামা সাংবাদিক মজফ্ফর হোসেন লিখেছেন, তালাক! তালাক!! তালাক!!! বলে বম্বে থেকে একটা হিন্দী ছবি তৈরি হচ্ছিল। নির্মাতা খ্যাতনামা প্রযোজক এবং পরিচালক বি. আর. চোপড়া। একদল মৌলবী গিয়ে বলল, মি. চোপড়া আপনি তালাক! তালাক!! তালাক!!! নামে একটা ছবি তুলছেন, এতে ইসলামকে আঘাত করা হয়েছে, এ বই আমরা চলতে দিতে পারি না। চোপড়া বললেন, আমি সিনেমার ব্যবসা করি, আমি কেন ইসলামকে আঘাত করতে যাব। এই নিন চিত্রনাট্য পড়ে দেখুন কী আছে। মৌলবীরা পড়ে দেখল একটি ত্রিকোণ প্রেমের মিষ্টিমধুর গল্প ছবির বিষয়। ইসলামকে কোথাও কটাক্ষ করা হয়নি। তখন অদ্ভুত যুক্তি দেখালো মৌলবীরা। বলল, দেখুন চোপড়াজী, আপনি যেমন ফিলিমের ব্যবসা করেন, তেমনি আমাদেরও একটা ব্যবসা আছে, তার ক্ষতি তো আমরা সহ্য করব না। এই নাম আপনাকে পাল্টাতে হবে। এই সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পর বিবিজানেরা যদি জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁগো, আজ কী সিনেমা দেখে এলে? উত্তরে মিঞাসাহেব বলবে—তালাক তালাক তালাক। এই উচ্চারণেই বিবি তালাক হয়ে যাবে চিরকালের জন্য। এ ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না! তখন বইটার নাম পাল্টানো হল। নিকাহ্ নামে বইটা চলেছে। পাকিস্তানের টিভিতে তালাকের ওপর একটা সিরিয়াল হচ্ছিল। অভিনয়ের মধ্যে এক স্বামী তালাক দিল তার স্ত্রীকে। ব্যক্তিগত জীবনেও সিরিয়ালের অভিনেতা অভিনেত্রী দুজন ছিল স্বামী-স্ত্রী। মৌলবী মৌলানারা বলল, ওদের তালাক হয়ে গেছে। ওরা একসঙ্গে থাকতে পারবে না। সিনেমা সিরিয়ালে তালাক শব্দ থাকলে আপত্তি আছে।

মিঞাদের কিন্তু তালাকি ব্যবস্থায় আপত্তি নেই। এই তালাকের ফলে কত নারী অসহায়, ভিখারিণীরূপে কী যন্ত্রণাদায়ক জীবনযাপন করে। এতে কোন ধর্মপ্রাণ মিঞাসাহেবের কলিজা টনটন করে না। ইয়াহিয়ার জঙ্গী জমানায় বাংলাদেশী মুসলমান মেয়েদের গণধর্ষণ করলো লাখে লাখে, শুধু গর্ভবতী হয়েছিল দু'লক্ষ নারী। বহু নারী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। মুজিব এদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন, বাকি মুসলমান জগৎ নিশ্চুপ। খোমেইনির ইরানে শতশত নারীকে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাদের অপরাধ মুসলমান হয়েও তারা খোমেইনি শাসনের বিরোধী তাই ইসলামের নামেই তাদের নরক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এখন আবার ইরানের প্রেসিডেন্ট আলি আকবর হাশেমৎ রফসানজানি যৌন বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন। একঘণ্টা থেকে শুরু করে ৯৯ বছর পর্যন্ত বিবাহের চুক্তি হতে পারে। বিবাহের ব্যবস্থা না করেও তারা প্রাকৃতিক চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারে। ইসলামের নামে মানে, সে আইন তো তুমিই বানিয়েছ আল্লা। কুমারী মেয়েদের বেহেস্তে যাবার ব্যবস্থা তুমি রাখোনি। তাই মিলিটারী ব্যারাকে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে আমাদের ধর্ষণ করিয়ে বেহেস্তের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে ইরান।

এসব কথা লিখেছেন জিষ্ণু উপাধ্যায় 'আজকাল' পত্রিকায়, এ ব্যাপারেও সারা দুনিয়া নিস্তব্ধ। কেউ একটা কথা বলে না। কুয়েতে কত মুসলিম নারী ধর্ষিতা হল সাদ্দামের বাহিনীর হাতে, তাদের জন্য এদেশের কোন দল সহানুভূতি দেখায়নি। ইরাকি মায়ের ছবি সাঁটানো হল দেওয়ালে। মজার কথা কি জানো আল্লা! মুসলমানে মুসলমানে যেমন পৃথিবী জুড়ে মারামারি হয় তেমনি আমরা মুসলমান মেয়েরা ধর্ষিতা হই মুসলমানদের কাছেই। আবার মুসলমানেরাই বুক ফুলিয়ে ইসলামে নারীর পবিত্রতার কথা, শান্তির কথা, মুসলিম ঐক্যের কথা বলে থাকে। পবিত্রতার কথা আগেই বলেছি। আর শান্তি! কোন মুসলমান রাষ্ট্রে নেই, কোন মুসলমান পাড়াতেও নেই। এই পশ্চিমবঙ্গে কোর্ট কাছারীগুলো চলে মুসলমানদের জন্য। ঐক্যতো দেখতে পেলাম মধ্যপ্রাচ্যে। প্রাণের দায়ে পঁচাশিটা বিমান ইরাক রেখে দিলে ইরানে। ইরান সুযোগ পেয়ে আর দিলই না। বলল তোমরা যুদ্ধ করে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছিলে, সেই ক্ষতিপূরণ কেটে নিলাম। আর আমাদের তো কোন মর্যাদাই নেই। মুখটাও দেখাতে পারবো না। ভূতের মত বোরখা পরে রাস্তায় বেরোতে হবে। অন্য সমাজের একটি নারী ধর্ষিতা হলে সংবাদপত্র সরব হয়, সমাজে ঝড় ওঠে। ইসলাম মানে—তোমার মৌলবীরা সকলকে বোঝায় 'শান্তি, সমর্পণ'। শান্তি কথাটা ওদের বানানো, নিঃশর্ত সমর্পণ কথাটা হচ্ছে ঠিক। কিন্তু সেটা কার কাছে? ইসলামের নিয়মকানুনের কাছে। অর্থাৎ ইমানের কাছে। ইমানদার হলে তার সাতখুন মাফ। তার সব অন্যায়কে ন্যায়সঙ্গত করে দেবে কোরান, আর জোর করে যদি'ধরেও নিই যে ইসলাম মানে—শান্তি, সমর্পণ। তাহলে সেটা মনে হয় শুধু আমাদের ক্ষেত্রে।

নারীর সকল নির্য্যাতন নীরবে দেখাই বোধহয় চরম শান্তি আর প্রতিবাদ না করে আত্মসমর্পণ করাই বোধহয় ইসলাম! ওই ঔদাসীন্য আমাদের নসীবে কোন পরিবর্তন আনল না। কুয়েতে মেয়েরা কিছুদিনের জন্য ভোটাধিকার পেয়েছিল, ধর্মের নামে ওখানের আলেমরা তা কেড়ে নিলেন। ওঁদের বক্তব্য হল মেয়েদের আবার স্বাধীনতা কী! তাদের কাজ হচ্ছে সন্তান ধারণ এবং সন্তান পালন। এতেই নাকি আমাদের জীবন সার্থক। পাকিস্তানকে অনেকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মনে করে। সেখানকার আইনকানুনও সব মিঞাসাহেবদেরই অনুকূলে। আমাদের ভোট দেবার অধিকার একটি, কিন্তু আদালতে সাক্ষ্যদানের সময় দুটি মেয়ে সমান একজন পুরুষ। খালেদা জিয়া, হাসিনা, বেনজির রাজনীতিতে এসেও আমাদের স্বাধীনতার কথা একবারও বলে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শরিয়ত ইসলাম তার বাইরে তারা যাবে না। তবু তারা সামনে আসায় মৌলবী মৌলানারা একটুও খুশি নয়। সুতরাং এই অন্ধকার থেকে উদ্ধারের জন্য কোন ফেরেস্তার দোয়া কিম্বা মেহেরবানী আমাদের ওপর বর্ষিত হল না। তাই কান্নাঝরা হৃদয়ের ব্যথা তোমাকেই জানাচ্ছি আল্লা। তুমি দীনদুনিয়ার মালিক, তোমাকে ছাড়া আর কাকে জানাব বলো? একটা উন্নত, স্বাধীন, সমৃদ্ধ, সুখীজীবনের সুযোগ তুমি আমাদের জন্য কোথাও রাখোনি।

বড়লোকের বেগম হলে অসংখ্য বেগমের মধ্যে একজন হয়ে বিলাস, ব্যসন, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সন্তান ধারণে জীবন শেষ। দরিদ্রের ঘরে গেলে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি আর সন্তানধারণ। যে ঘরেই যাই তালাকের খাঁড়া ঝুলে থাকে সর্বত্র। এই অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা আমাদেরই নয়, আমাদের ছেলেদেরও প্রভাবিত করে। ভিক্ষা, অপরাধ ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প থাকে না। অপরাধ জগতের বেশীরভাগ লোকই তাই আমাদের সমাজের। বোম্বাই আর কলকাতার পেশাদার খুনী, স্মাগলার মানেই মুসলমান।

এতে ইসলামের কী গৌরব বাড়ে জানি না আল্লা! আমরা গরীব ঘরের মুসলমানেরা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আতঙ্কে ভুগি। তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দেবার ঘটনা তো আছেই, মুসলমান সমাজে আরও একটা ভয় থাকে—জামাই ডাকাত হবে না তো! চোখের সামনে ছেলেগুলো অপরাধী, সমাজবিরোধী হয়ে যাচ্ছে, ভিখারী হয়ে যাচ্ছে, মা হয়ে এগুলো আমাদের নীরবে দেখতে হয়। যে কোন থানায় অপরাধীদের তালিকায় আমাদের ছেলেদের নাম। খবরের কাগজে ডাকাত মরার খবরে দেখি সেখানে আমাদের সম্প্রদায়েরই আধিক্য। হাওড়া স্টেশনের আশেপাশে এবং অন্যত্র আমাদেরই পরিত্যক্ত নারী ও শিশুদের ভীড়। ভিক্ষাই যাদের সম্বল। ভোরবেলা থেকেই শিশুগুলি আল্লার নামে সাবওয়েতে ভিক্ষা শুরু করে। দাড়িওলা মৌলবীদের যাতায়াত দেখে বোঝা যায় ওরা সবাই মুসলমান। মৌলবীরা দেখেন, ওরা মুসলমান থাকছে কি না। ওরা মানুষ থাকছে কি না—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শুচিতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা, মনুষ্যত্ব থাকছে কি না সেগুলো ওঁরা দেখবেন না। তাই মুসলিম নারীর জীবনে দুঃখ, বেদনা, দীর্ঘশ্বাস, হতাশা, নৈরাশ্য, উৎকণ্ঠা, দারিদ্র্য ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। আর আছে এই সম্মিলিত অনুভূতির সামগ্রিক যোগফল একবুক কান্না। নীরব, নির্মম কান্না। তাই বলছিলাম, আল্লা এই একটি অধিকার তুমি আমাদের দিয়েছো, কাঁদবার অধিকার। দাও, আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও।